দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 NOV 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

৭

পাঠকের কলাম

ছাত্রী উপবৃত্তির হাল হকিকত

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় বার কোটি এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র। এই বার কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা পঁচিশ জনেরও কম এবং নারী শিক্ষার হার আরও কম। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ প্রকল্প বাতিল হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন পর পুনরায় এ প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়। এতে পৌরসভা বহির্ভূত বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনাশর্তে বেতন মওকুফের ঘোষণা দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোকে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ১৯৯৪ সালে শর্তহীন বেতন মওকুফ প্রকল্প বাতিল করে '১৯৯৬ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে উপবৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। বেতন মওকুফসহ উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে আরোপিত তিনটি শর্ত হলো: (১) পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৪৫ নম্বর পেতে হবে, (২) কমপক্ষে শতকরা ৭৫ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে এবং (৩) অবিবাহিতা হতে হবে। এই তিনটি শর্তের ব্যতিক্রম হলে কেহ উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফের কোনটির সুযোগই পাবে না। পূর্ববর্তী প্রকল্পে বিনা শর্তে সকল ছাত্রীর বেতন মওকুফ বাবদ ভর্তুকি প্রদানে সরকারী খাতে ব্যয়ের পরিমাণের চেয়ে বর্তমানে শর্তযুক্ত উপবৃত্তি প্রকল্পে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কম হওয়ার কথা। কারণ উল্লেখিত তিনটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য ছাত্রী সংখ্যা গড়ে শতকরা ১০ জনও হয় কিনা সন্দেহ। বাকি শতকরা ৯০ জন 'উপবৃত্তি ও বেতন' মওকুফের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। ফলে এই প্রকল্পে সরকারী ব্যয় পূর্বের চেয়ে অনেক কম হওয়াই স্বাভাবিক। একটি পরিসংখ্যান দ্বারা বিষয়টির একটি সাধারণ হিসাব নির্ণয় করা যেতে পারে। ধরে নেয়া যাক, কোন বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মোট ছাত্রী সংখ্যা ১০০ জন। সকলের বেতন মওকুফ করে মাসিক ১৫ টাকা হারে ৬ষ্ঠ ভর্তুকি প্রদান করলে উক্ত একশত ছাত্রীর জন্য মাসিক সরকারী ব্যয় হবে ১৫X১০০=১৫০০ টাকা। আবার শর্ত সাপেক্ষে অনূর্ধ্ব ১০ জনকে উপবৃত্তি প্রদান করলে মাসিক সরকারী ব্যয় হবে বেতন বাবদ ১৫X১০=১৫০ টাকা এবং মাসিক ২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি বাবদ ২৫X১০=২৫০ টাকা, সর্ব মোট ব্যয় ১৫০+২৫০= ৪০০ টাকা। অতএব, সকলের জন্য সাধারণ ভর্তুকির পরিবর্তে শর্ত সাপেক্ষে উপবৃত্তি প্রদান করলে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১৫০০-৪০০=১১০০ টাকা কম হবে। কারণ শর্ত আরোপিত হওয়ায় ন্যূনপক্ষে গড়ে শতকরা ৯০ জনই উপবৃত্তি হতে বঞ্চিত হবে। তৎকালীন সরকারের এ ধারণাটি অত্যন্ত সঠিক হলেও এর ফল হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন মাফসহ উপবৃত্তি প্রদানের কথা তৎকালীন মন্ত্রী মহোদয়গণ জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার মঞ্চে সগর্বে প্রচার করলেও রহস্যজনকভাবে আরোপিত তিনটি শর্তের কথা কখনো মুখে উচ্চারণ করতে শুনা যায়নি। ফলে বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগের পরেও উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার কথা শুনে ছাত্রী ও অভিভাবক মহল খুশী না হয়ে পারেন না। তাই অভিভাবকগণ তাদের মেয়েদের বেতন দিয়ে পড়াতে নারাজ। উপরন্তু প্রভাবশালী অভিভাবকগণ তাদের মেয়েদেরকে বিনা শর্তে উপবৃত্তির আওতাভুক্ত করার জন্য বিদ্যালয়ের উপর চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। তাই দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উক্ত কারণে অসহায় শিক্ষকগণ নিজেদের নিরাপত্তা ও বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন না কোন উপায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তির ফরম পূরণ করতে বাধ্য হন। ফলে কোন ছাত্রীই উপবৃত্তি হতে বঞ্চিত হয় না অর্থাৎ যে কোনভাবে শতকরা ১০০ জনই বেতন মওকুফসহ উপবৃত্তি লাভের সুযোগ পাচ্ছে। তাই এ খাতে বর্তমানে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। অবৈধ পন্থা অবলম্বন করায় সকল ছাত্রীই উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হওয়ার ফলে উপরে উল্লেখিত পরিসংখ্যান অনুসারে হিসাব করলে উপবৃত্তিখাতে বর্তমানে সরকারী শতকরা মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে বেতন বাবদ ১৫X১০০=১৫০০ টাকা ও উপবৃত্তি বাবদ ২৫X১০০=২৫০০ টাকা, সর্বমোট ৪০০০ টাকা। অর্থাৎ সাধারণ ভর্তুকির পরিবর্তে উপবৃত্তি প্রদান করায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শতকরা মাসিক (১৫০০-৪০০)=১১০০ টাকা সাশ্রয় না হয়ে (৪০০০-১৫০০)=২৫০০ টাকা বেশী খরচ হচ্ছে।

যে সকল ছাত্রী জানুয়ারী মাসের মধ্যে ভর্তি হয়ে উপবৃত্তির ফরম পূরণ করতে পারে কেবল তারাই উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হতে পারে। অনিবার্য কারণে বিদ্যালয়ে ত্যাগের ছাড়পত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের পরে যে সকল ছাত্রী অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তারা উপবৃত্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে এ সকল ছাত্রীর জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আবার জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে ভর্তিকৃত ছাত্রীর চেয়ে ঐ মাসের শেষেরদিকে ভর্তিকৃত ছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা অনেক কমে যায়। ফলে বিদ্যালয়ের মোট কার্যদিবসের তুলনায় এরূপ ছাত্রীর উপস্থিতি প্রায়শ শতকরা ৭৫ দিনের কম হয় বিধায় আরোপিত শর্তানুসারে সে উপবৃত্তি লাভের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ভর্তির শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে বিদ্যালয়ের কার্যদিবস গণনা করলে এরূপ সমস্যার সৃষ্টি হত না।

উপবৃত্তির প্রকল্পে সবচেয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাংকে। একই ব্যাংক একসঙ্গে হাজার হাজার ছাত্রীর নামে পৃথক পৃথক হিসাব খোলা, প্রতি বৎসর নতুন হিসাব সংযোজন, পরিবর্তন ইত্যাদি অত্যন্ত বিব্রতকর কাজ। উপবৃত্তি সংক্রান্ত ব্যাংকের খতিয়ান বইসহ যাবতীয় কাগজপত্র বিদ্যালয় কর্তৃক লিখে দিতে হয়। ফলে ছাত্রীদের লেখাপড়ার ক্ষতিসহ বিদ্যালয়কে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বহু সমস্যা জর্জরিত এ প্রকল্পটি বাতিল করা পরবর্তী যে কোন সরকারের জন্য যেমন বিপজ্জনক, সরকার বিরোধী প্রচারণায় বিপক্ষীয় দলের পক্ষে উহা তেমনি মুখরোচক। তাই দেশের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে বিরাজমান এই সকল সমস্যা যথাশীঘ্র সমাধান করা ক্ষমতাসীন সরকারের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

❑ মোঃ আব্দুর রহমান,
শিক্ষক সমিতি, কিশোরগঞ্জ।